বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে মৎস্যচাষের সুফল

RESEARCH PROGRAM ON Aquatic Agricultural Systems

CGIAR

সফলতার গল্প

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে আদিবাসী ফিশারিজ প্রজেক্ট (এএফপি) শেষ হলেও এখনও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাছচাষের দীর্ঘমেয়াদী সুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রকল্প চলাকালে মাছের উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ এবং মাছ খাওয়ার হার বেড়েছে প্রায় চার গুণ। তাছাড়া সুবিধাবঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীর পারিবারিক গড় আয় বেড়েছে উল্লখেযোগ্য হারে যা এই প্রকল্পের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ৩,৬০০ আদিবাসী পরিবারের মধ্যে অনেকেই এই প্রকল্পের মাছচাষের প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে এবং তাদের প্রতিবেশীরাও সেগুলো ব্যবহার করেছে।

বাংলাদেশ নদীবিধৌত উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের বহু জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য ও অপুষ্টির শিকার। বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ৪৫টিরও বেশী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো প্রকট। ২০০৭ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর অর্থায়নে কারিতাস বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ফোরাম (বিএফআরএফ)-এর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড ফিশ দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ৫টি জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৎস্যচাষ বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এর লক্ষ্য ছিল আদিবাসী পরিবারগুলোকে মৎস্য পুকুর খনন এবং অন্যান্য জলজ কৃষি ব্যবসা উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্য সম্পদ ও কৃষিজমি কমে যাওয়ার ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজেদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ অক্ষুণ্ন রাখতে পারে।

এই প্রকল্পে দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, শেরপুর ও নেত্রকোণা জেলার নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশের অধিক আদিবাসী পরিবার অংশগ্রহণ করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ভূমি মালিক ও ভূমিহীনদেরকে মাছ চাষ ও সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে ১২০টি কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত এফএফএস মিটিং-এর মাধ্যমে আদিবাসীরা পুকুরে মাছ চাষ, জলাভূমিতে একত্রে ধান ও মাছ চাষ এবং খাঁচায় ছোট মাছ চাষের পদ্ধতি শিখেছে। ভূমিহীনদেরকে বিশেষত নারীদেরকে ছোট মাছ উৎপাদন, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য ব্যবসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ভূমিহীন পুরুষেরা মাছ ধরার পদ্ধতি শিখেছে যাতে তারা পুকুর মালিকদেরকে সেবা দিতে পারে। এফএফএস পদ্ধতির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা মৎস্য পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং নিজ নিজ এলাকায় মাছ চাষ পরিদর্শনে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

বিগত ২০০৯ সালে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর মধ্যে পরিচালিত একটি জরিপে যে বিষয়টি অন্যতম প্রধান সুফল হিসাবে উঠে এসেছে তা হলো, ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে পরিবারপ্রতি গড় আয় ৩৫০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৫৭০ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাড়তি আয়ের ইতিবাচক প্রভাবও ছিল ব্যাপক। পরিবারপ্রতি গড় সঞ্চয়ের হার ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে শতকরা ৯ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৫ ভাগে এবং জমি ও অন্যান্য সম্পদের পরিমাণও বেড়েছে। পুষ্টি সূচকেও পরিবারগুলোর উন্নয়ন লক্ষণীয় । ২০০৭ সালে প্রতি মাসে মাছ খাওয়ার হার দলভেদে ৮-১২ বার থেকে বেড়ে ২০০৯ সালে ১৬-২৬ বারে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ- ২০০৯ 'এর মৎস্য চাষ বিষয়ক দুই তৃতীয়াংশ পদক আদিবাসী পরিবারগুলো পেয়েছে যা এই প্রকল্পের উজ্জ্বল সফলতার দৃষ্টান্ত । কারিতাস, বিএফআরএফ এবং মৎস্য অধিদপ্তর পরিচালিত এএফপি-তে যে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তা এ অঞ্চলে মৎস্য চাষ কর্মসূচির ভিত্তিস্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। দ্য ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিপি), দ্য ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এনআরএমপি-২) এবং দ্য উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট থ্রো লাইভলিহুড এ্যান্ড রাইট প্রমোশন প্রজেক্ট তাদের কর্মসূচি পরিকল্পনায় এই এএফপি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই প্রকল্প ২০০৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে যাবার পরও আদিবাসী জনগোষ্ঠী এর সুফল পেয়ে আসছে। এ প্রকল্পের ফলাফলের স্থায়িত্ব বিষয়ক জরিপ- ২০১২ 'তে দেখা গেছে, এএফপি সফলভাবে আদিবাসীদের জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, আদিবাসীদের অধিকাংশই এই প্রকল্প চলাকালে তাদের গৃহীত কার্যক্রম এখনও চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকেই তাদের কর্মকান্ডের পরিধি বাড়িয়েছে। অন্যান্যরাও মৎস্যচাষের এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে একথাই যেন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে - মৎসচাষ শিখলে পর, সুখে থাকবো জীবনভর।

জনসমাজকে সাথে নিয়ে বদলে দেব জীবন

এই প্রকাশনাটি 'সিজিআইএআর রিসার্চ প্রোগ্রাম অন এ্যাকুয়াটিক এগ্রিকালচারাল সিস্টেমস (২০১২), ' বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে মৎস্যচাষের সুফল' সিজিআইএআর রিসার্চ প্রোগ্রাম অন এ্যাকুয়াটিক এগ্রিকালচারাল সিস্টেমস, পেনাং, মালয়েশিয়া, AAS-2012-33 হিসাবে উদ্ধৃত হবে।

সিজিআইএআর রিসার্চ প্রোগ্রাম অন এ্যাকুয়াটিক এগ্রিকালচারাল সিস্টেমস জুলাই ২০১১-এ শুরু হওয়া একটি বহু-বার্ষিক গবেষণা উদ্যোগ। জনসমাজ-ভিত্তিক কৌশলে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। মৎস্য ও জলজ কৃষিকাজে জড়িত হতদরিদ্র গ্রামীণ পরিবারগুলো এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী। ওয়ার্ল্ড ফিশ-এর নেতৃত্বে এই কর্মসূচি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাপক পর্যায়ে সুফল আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আরো তথ্যের জন্য aas.cgiar.org ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিজাইন ও লে-আউট: Eight Seconds Sdn Bhd.

আলোকচিত্র: ওয়ার্ল্ডফিশ

১০০% পুনঃপ্রক্রিয়াজাত কাগজে মুদ্রিত

© ২০১২, ওয়ার্ল্ড ফিশ কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনা কোন অনুমতি ছাড়াই শুধু ওয়ার্ল্ড ফিশের কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক পুনঃপ্রকাশ করা যেতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
সিজিআইএআর রিসার্চ প্রোগ্রাম অন এ্যাকুয়াটিক এগ্রিকালচারাল সিস্টেমস
জালান বাতু মাউং, বাতু মাউং, ১১৯৬০ বায়ান লেপাস, পেনাং, মালয়েশিয়া
ফোন: +৬০৪ ৬২৬ ১৬০৬, ফ্যাক্স: +৬০৪ ৬২৬ ৫৫৩০, ই-মেইল: aas@cgiar.org

CGIAR RESEARCH PROGRAM ON Aquatic Agricultural Systems